তারিখ 17 APR 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

শিক্ষকের অপমান সইতে না পেরে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

■ গোবিন্দ আচার্য্য, *সাভার*

অধ্যক্ষের অপমান সইতে না পেরে সোনিয়া আক্তার সোনালী নামের এক স্কুলছাত্রী আত্মহত্যা করেছে। সে সাভার পৌর এলাকার বনপুকুর মহল্লায় অবস্থিত চাইল্ড হেভেন স্কুলের দশম শ্রেণীর বাণিজ্য শাখার ছাত্রী ছিল। ওই স্কুলের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ কাবুল মিয়া বকেয়া বেতন ও পরীক্ষার ফি দিতে না পারায় সোনালী ও তার মাকে অপমান করে স্কুল থেকে বের করে দিলে আত্মহত্যা করে সে। গতকাল শনিবার দুপুরে আড়াপাড়া মহল্লার মৃত খালেক চেয়ারম্যানের ভাড়া বাড়ি থেকে পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করেছে। সোনালী ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর গ্রামের আকবর আলীর মেয়ে। সে মায়ের সঙ্গে আড়াপাড়া এলাকায় ভাড়া থেকে ওই স্কুলে পড়াশোনা করত। সোনালীর স্বপ্ন ছিল, লেখাপড়া শেষ করে তাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে একটি স্কুলে শিক্ষকতা করবে; কিন্তু শিক্ষকের কাছ থেকে পাওয়া এমন অপমান কোনোভাবেই সইতে পারেনি। সোনালীর স্বপ্নের মৃত্যু হয়েছে বলে বুক চাপড়ে থানা প্রাঙ্গণে বিলাপ করতে দেখা যায় সোনালীর মা ফুলতারা বেগমকে।

সোনিয়া আক্তার সোনালীর মা ফুলতারা বেগম জানান, তার স্বামী আকবর আলী গ্রামের বাড়িতে কৃষিকাজ করেন। লেখাপড়া শেখানোর জন্য তিনি মেয়েকে নিয়ে সাভারে আসেন। মেয়েকে শিক্ষিত করে মানুষের মতো মানুষ করবেন বলে পৌর এলাকার আড়াপাড়া মহল্লায় একটি ছোট্ট বাসা ভাড়া করে মেয়েকে নিয়ে থাকতেন ফুলতারা বেগম। তিনি আল মুসলিম গ্রুপের পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন; কিন্তু অসুস্থতার কারণে দুই মাস আগে চাকরি ছেড়ে দিলে তাদের সংসারে অভাব-অনটন দেখা দেয়। এ কারণে মেয়ের স্কুলের চার মাসের বেতন বকেয়া পড়ে যায়। গতকাল শনিবার সোনালীর স্কুলে বাংলা প্রথম পত্র প্রস্তুতি পরীক্ষা ছিল। সকালে মেয়েকে নিয়ে মা ফুলতারা বেগম বকেয়া বেতন পরিশোধের জন্য স্কুলে যান; কিন্তু এক হাজার ৮০০ টাকা বকেয়ার মধ্যে মাত্র ৫০০ টাকা দিলে অধ্যক্ষ ক্ষিপ্ত হয়ে সোনালীকে পরীক্ষা দিতে না দিয়ে উল্টো গালাগাল করে মা-মেয়েকে স্কুল থেকে বের করে দেন। এ ঘটনায় চোখের পানি ফেলে মা-মেয়ে স্কুল থেকে বাসায় ফিরে আসেন। দুপুর ২টার দিকে মা ফুলতারা বেগম প্রতিবেশীদের কাছে টাকা ধার করার জন্য বাসা থেকে বের হন। এ সুযোগে সোনালী পরীক্ষা দিতে না পারায় এবং শিক্ষকের করা অপমান সইতে না পেরে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ঘরের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করে।

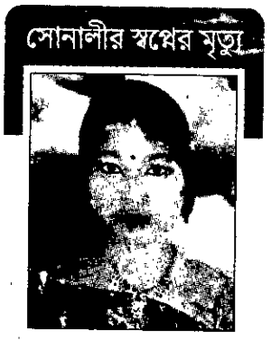

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেলে সোনালী ঘরের দরজা না খুললে প্রতিবেশীদের কাছে বিষয়টি সন্দেহ হয়। পরে তারা জানালা দিয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে সোনালীকে ঝুলতে দেখে।

পরে প্রতিবেশীরা সোনালীর মাকে ও সাভার মডেল থানায় ঘটনাটি জানায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে সোনালীর মৃতদেহ উদ্ধার করে। পরে পুলিশ তার লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

এ ঘটনার পর সাভারের বনপুকুর এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, চারতলা ওই ভবনের নিচতলা ও দোতলায় চাইল্ড হেভেন স্কুল এবং তৃতীয় ও চতুর্থ তলায় সাভার কমার্স কলেজ। এ দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষই হচ্ছেন মোহাম্মদ কাবুল মিয়া। সোনালী আত্মহত্যা করেছে– এ খবর পেয়েই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুটিতে তালা ঝুলিয়ে তিনি গা-ঢাকা দিয়েছেন। তার ব্যক্তিগত নম্বরে ফোন করেও তাকে পাওয়া যায়নি। তবে ওই অধ্যক্ষের স্ত্রী সুইটি আক্তার জানান, শিক্ষক তো বেতন ও পড়াশোনার জন্য ছাত্রীকে বকঝকা করতেই পারেন। তাই বলে কি ছাত্রী আত্মহত্যা করবে? আর সে আত্মহত্যা করলে শিক্ষক দায়ী হবে কেন?

সোনিয়ার ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৮

শিক্ষকের অপমান

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

সহপাঠী নুরুন্নবী জানায়, সকালে সোনালী স্কুলে এসেছিল। আমরা দুপুর পর্যন্ত পরীক্ষা দিয়েছি; কিন্তু সোনালীকে পরীক্ষা দিতে দেখিনি। শুনেছি, বকেয়া বেতনের টাকা দিতে না পারায় সোনালীকে অধ্যক্ষ স্যার পরীক্ষা দিতে দেননি। এরপর সোনালী ও তার মাকে গালাগাল করে স্কুল থেকে বের করে দিয়েছেন।

সাভার মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) তন্ময় কুমার বিশ্বাস জানান, স্কুলছাত্রী সোনিয়ার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযোগ পাওয়া গেলে বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।